যুগান্তর

তারিখ ... 06 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

রেটিং হবে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের

মুসতাক আহমদ

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলো রেটিং করার উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষার সার্বিক মান ও পরিবেশ মূল্যায়ন করে সরকারি-বেসরকারি ৫১৫টি প্রতিষ্ঠানকে চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে। এরপর প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম প্রকাশ করা হবে। আর এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস জানান, সারা দেশে ৭ হাজারের বেশি কারিগরি প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলোয় কী শেখানো হয় বা শিক্ষার মান কেমন কিংবা কতটা আইনত পরিচালিত হচ্ছে, তা নিয়মিত

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

রেটিং হবে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই। এ কারণে 'ডিজিটাল-মনিটরিং ব্যবস্থা' প্রবর্তনের চিন্তা করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে এ রেটিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (বিটিইবি) কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, পলিটেকনিক সংশ্লিষ্ট ১৮টি দিক মূল্যায়নে আসবে এ রেটিংয়ে। এগুলো হচ্ছে— প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্য, জমির পরিমাণ, ভবনের জায়গা, অবকাঠামোগত সুবিধা, ল্যাবরেটরি ওয়ার্কশপ, ফার্নিচার, প্রতিষ্ঠানের তহবিল, বিদ্যুৎ সুবিধা, শিক্ষক-কর্মচারী। আরও আছে— প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি, অষ্টম সেমিস্টারের ফলাফল, ধারাবাহিক মূল্যায়নের তথ্য, কো-কারিকুলাম অ্যাকটিভিটি, পারিবেশিক মতামত, প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, প্রকাশনা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ইন্সটিটিউট মনিটরিং কার্যক্রম।

বর্তমানে ৪৯টি সরকারি ও ৪৬৬টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ৩৬ বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি দেয়া হয়। আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী মানসম্মত ডিগ্রি নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে উল্লিখিত ১৮টি শর্ত প্রতিপালন করতে হয়। কিন্তু আইন ও নীতিমালা অহরহ লঙ্ঘনের ঘটনা আছে। এমনকি খোদ মন্ত্রণালয় পর্যন্ত এক্ষেত্রে বিধিবিধানের তোয়াক্কা করে না। সম্প্রতি ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে সরকার ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়েছে। অথচ ওইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে স্বল্পমেয়াদি (৩ মাস থেকে সর্বোচ্চ ১ বছর) কোর্স পরিচালনার জন্য। অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি, শিক্ষক ইত্যাদি নিয়োগ ও সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে স্বল্পমেয়াদি কোর্সের বিষয়টি সামনে রেখেই। এ ধরনের অবকাঠামোতে ৪ বছর মেয়াদি ডিগ্রির লেখাপড়া সম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এ কারণে এ নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয়ও দুর্নীতির শেষ নেই। আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভূমি ও অবকাঠামোতে প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা। কিন্তু ১৬৮টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সংবলিত ল্যাব না থাকা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। সরকার যেখানে ৮ কোটি টাকায় পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে, সেখানে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি প্রকল্প থেকে ওই টাকা দেয়া হয়েছে। অভিযোগ আছে, বেশকিছু প্রতিষ্ঠান সেই টাকা নিয়ে ভোগ-বিলাসে ব্যয় করছে। খুব কমই প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে।

কারিগরি সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই নামকাওয়াস্তে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা হলেও হাতে-কলমে শেখার ব্যবস্থা কম। শেষ বর্ষে ইন্টার্নশিপে পাঠানোর কথা থাকলেও এক্ষেত্রে অবহেলার সীমা নেই। সবমিলিয়ে এ খাতে নৈরাজ্য বিরাজ করছে। অথচ এ খাতে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে।

সূত্র জানিয়েছে, রেটিংয়ে ১৮টি পয়েন্টের প্রত্যেকটিতে ১০ নম্বর থাকবে। সবমিলিয়ে ১৮০ নম্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূল্যায়ন করা হবে। এরপর সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পজিশন নির্ধারণ করা হবে।

অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তিনটি ক্যাটাগরি করা হবে। ৮০ শতাংশ বা এর বেশি নম্বর পাওয়া প্রতিষ্ঠান থাকবে এ ক্যাটাগরিতে। ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বরপ্রাপ্ত থাকবে বি-তে। এর কম নম্বরপ্রাপ্তরা থাকবে সি-তে।' তবে বিটিইবি সূত্র জানায়, পরে চারটি ক্যাটাগরি করা হয়েছে। ৬০ শতাংশের নিচে নম্বরপ্রাপ্তদের দুটি ক্যাটাগরি থাকবে। প্রত্যেক ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠানের নাম আলাদা রঙে দাগানো থাকবে। এটা সম্ভব হলে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাই সহজ হবে।

সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এই খাতের উদ্যোক্তারা। কারিগরি শিক্ষা কল্যাণ সমিতির সভাপতি নাজমুল ইসলাম বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরি হলে সবচেয়ে লাভবান হবে কারিগরি শিক্ষা। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা নিশ্চয়ই ভালো মানের প্রতিষ্ঠান ভর্তির জন্য বেছে নেবে। ওই পরিস্থিতিতে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী পাবে না, তখন তারা ভালো করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। এ প্রক্রিয়া কারিগরি শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটবে।'

টেকনিক্যাল এডুকেশন কনসোর্টিয়াম অব বাংলাদেশের (টেকবিডি) সভাপতি আবদুল আজিজ যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কারণ এতে কারিগরি শিক্ষা বিশ্বমানে পৌঁছানোর পথ পাবে। তবে সরকারের ভালো উদ্যোগ যাতে কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে, সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। স্বনির্ধারণী পদ্ধতির মূল্যায়নে দেয়া তথ্য ক্রস চেকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নইলে ভুয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ তালিকায় ভালোর কাতারে চলে যেতে পারে।'

এ প্রসঙ্গে বিটিইবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, কারিগরি খাতে আমাদের কিছু দুর্বলতা আছে সত্য। তবে আমরা তা কাটিয়ে ওঠার প্রাণান্ত চেষ্টা করছি। এরই অংশ হিসেবে ডিজিটাল মনিটরিংয়ের এই পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান মনিটরিং ও মূল্যায়ন করব ঠিকই, কিন্তু ক্রস চেকেরও ব্যবস্থা থাকবে। ভুল তথ্য দিলে নানা শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের